এখান থেকে যাচ্ছি কোথায়?

যে জগতে আমরা বাস করি

তার সরল পথ-পরিচয়—

জগৎটা চলে কিসে ?

এখানে এখন কর্ত্তব্য কি ?

প্রিয় নাগরিক ও সমব্যথী,
আমাদের মত আপনাদেরও
নিশ্চয় মনে হয় যে জীবনটা একটা
আগ্নেয়গিরির উপর বসে থাকার মতন
অস্বস্তিকর - কখন যে ফুৎকারে সব
ওলট পালট হয়ে যাবে তার ঠিক নেই।
আমরা তাই ঠিক করেছি দেখব
যে জগৎটাতে কি ঘটছে, কেমন করেই
বা আমরা এই গোলমেলে অবস্থার মধ্যে
পড়লাম, এর থেকে বেরুবারই বা রাস্তা
কি।
আপনাদের
রাম ও শ্যাম

হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীর চারিদিকে ছিল বরফ আর সেই যুগকে বলা হয় বরফের যুগ।

তারপর এল—

পাথরের যুগ

আর প্রায় ৭ হাজার বছর
আগে এল

কাঁসার যুগ

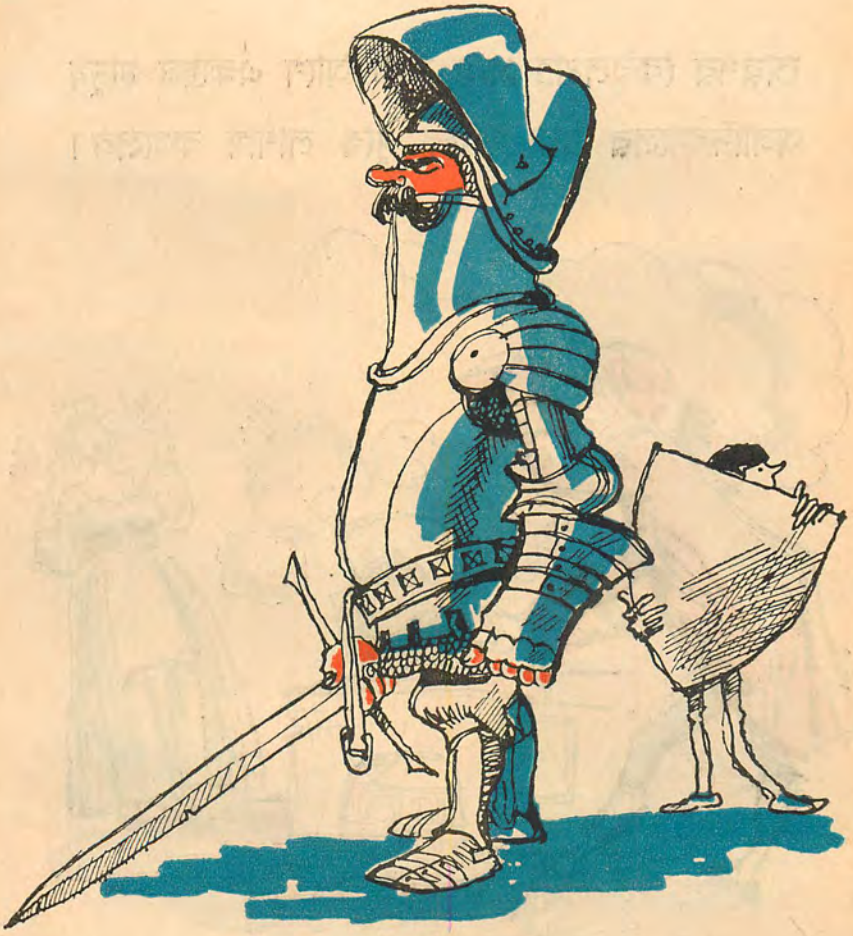

আর লোহার যুগ

তারপর কেবলমাত্র ১৮০ বছর আগে একজন মানুষ অনাদিকালের এক শক্তির মুখে লাগাম কষলেন।

আর সেই শক্তিতে এল…

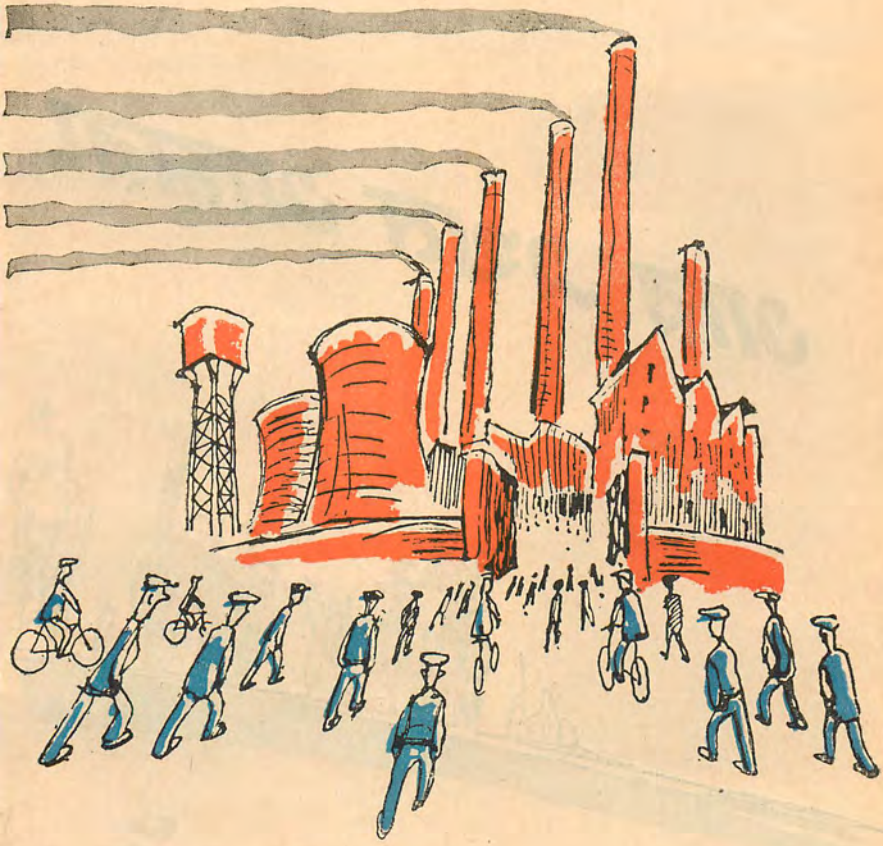

কলকারখানার যুগ

আর এখন আমরা

ছুটে

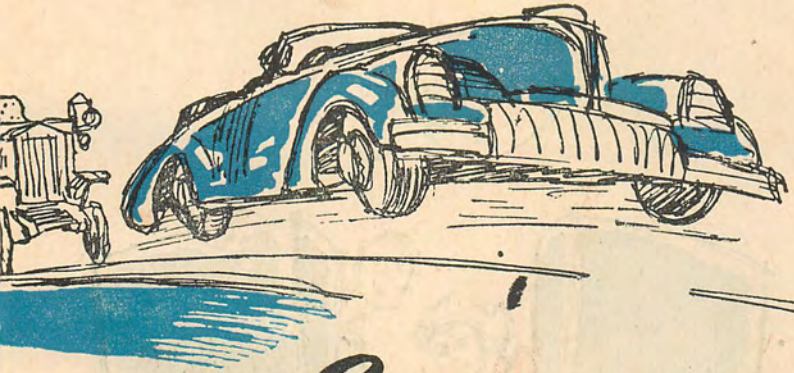

চলেছি

..মতবাদের যুগে

হ্যাঁ,

এটা মতবাদের যুগ

বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে পৃথিবীর
২৪০ কোটি লোকের শতকরা ৯৯ জনের
এবিষয়ে কোন ধারণা নেই—এর জন্যেই
জগতের যত গণ্ডগোল,
কারণ
শতকরা ১ জন যারা এই সত্যটা
বুঝতে পারে, তাদেরই হাতে
আসে প্রচণ্ড ক্ষমতা।

দুনিয়াতে কি ঘটছে সেটা কেবল
তখনই বুঝতে পারবেন—যখন
একটা **মতবাদকে** বুঝবেন।

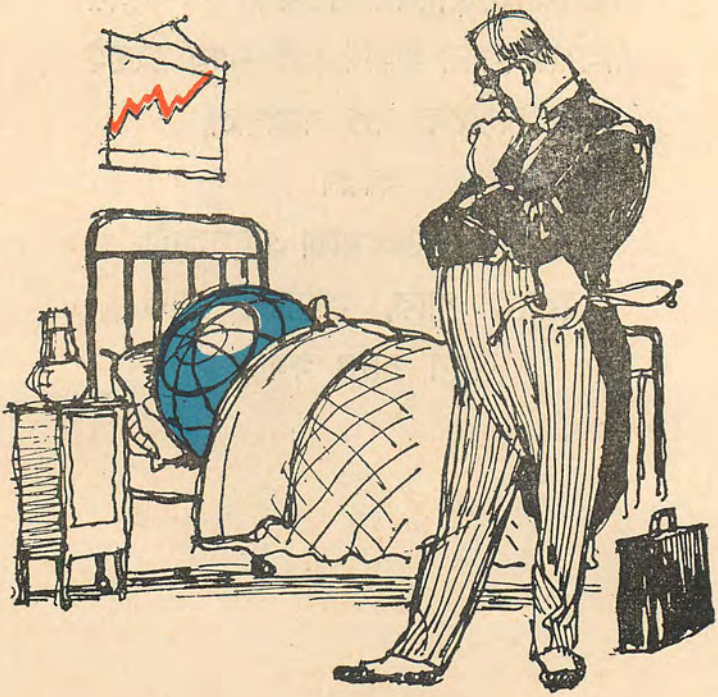

ভাবছি আপনারা জানেন কি না

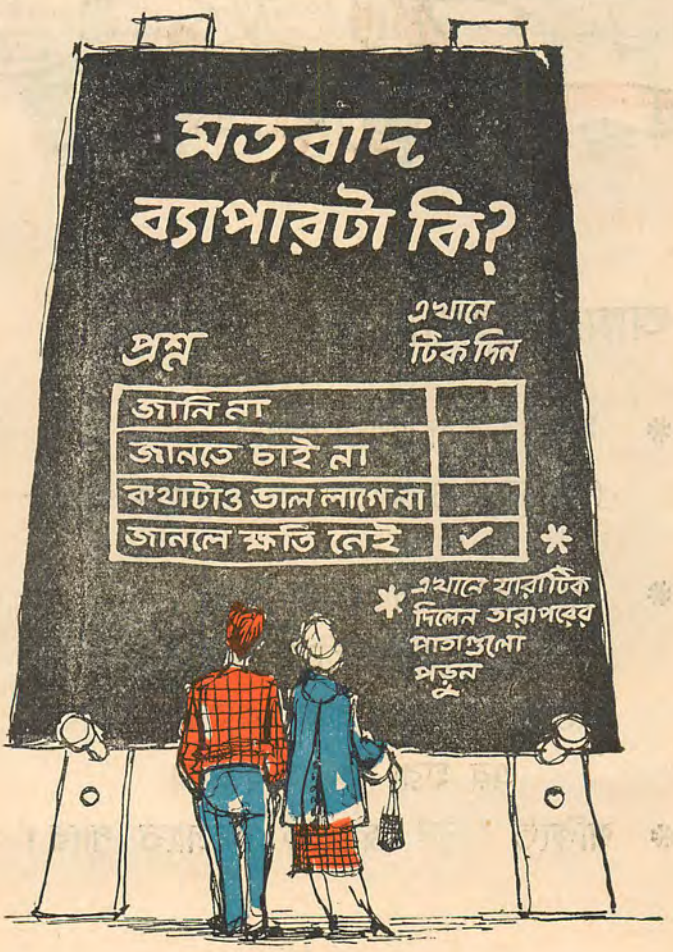

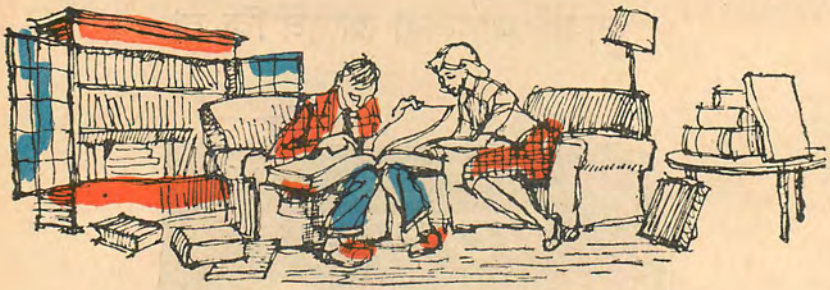

আমরা বুঝলাম যে…

* মতবাদ হ'ল একটা বিশ্বাস
যেটা মানুষ ও জাতির মন অধিকার করে—

* এর থেকে আসে একটা দর্শন,
একটা তীব্র আবেগ
ও জগৎ পরিবর্ত্তন করার একটি পরিকল্পনা।
এর দ্বারা সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার
* শক্তিতে মানুষ জগৎকে বদলাতে পারে।

আজকের দুনিয়ার নিয়ামক হ'ল **মতবাদ**

ভবিষ্যৎ সেই আদর্শের ওপর নির্ভর করছে
যে ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে অধিকার করবে।

যেমন···

…সবার জানা এক জোড়া
মতবাদের নমুনাকে বিচার করে
দেখা যাক।

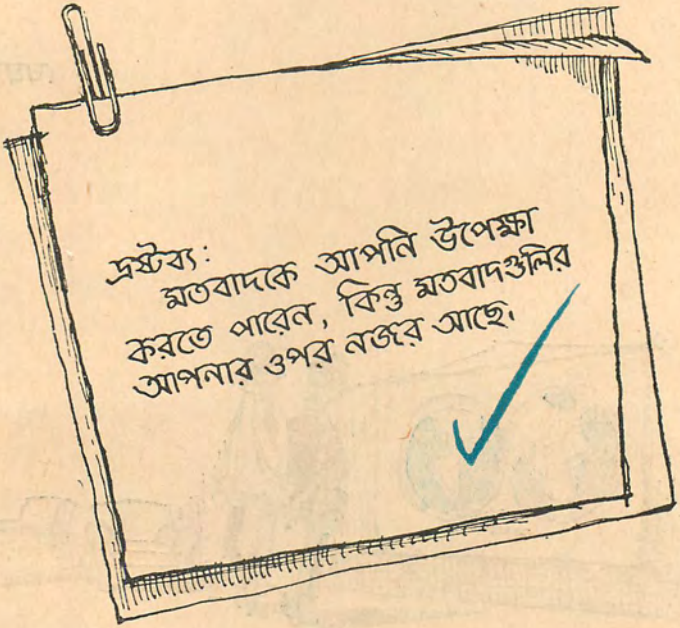

নমুনা নং ১ : নাৎসীজ্‌ম্‌

★ একটি লোক - *হিট্‌লার* - তাঁর মাথায় এক *ধারণা* এল

★ তাঁর ধারণা ছিল :

কেবল একটা নির্দিষ্ট জাতিই প্রভুত্ব করবে

★ তিনি একটা বই লিখলেন—নাম হ'ল - ***মাইন ক্যাম্ফ***

লক্ষ লক্ষ লোকের মনে বেজে
উঠল সেই ভাবের ঝঙ্কার।
অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই
সেই বিধ্বস্ত দেশ এত
শক্তিশালী হ'ল, যে সমস্ত
পৃথিবীকে যুদ্ধে আহ্বান করল।
আমরা সবাই জানি তারপর কি হল।

আপনি এসব মতামত পছন্দ বা অপছন্দ করতে পারেন—

নমুনা নং ২ ঃ কমিউনিজ্‌ম্‌

★ একটি লোক - **মার্ক্‌স্‌** - তাঁর মাথায় এক ***ধারণা*** এল

★ তাঁর ধারণা ছিল ঃ

কেবল একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীই প্রভুত্ব করবে

★ তিনি একটা বই লিখলেন - নাম হ'ল -

দাস কাপিটাল

সেই ভাবের আবেদন লক্ষ লক্ষ লোকের মনে পৌঁছেছে ; তাঁরা অনুভব করেছেন যে এই দুনিয়াটাকেই বদলাতে হবে আর বাস্তব উপায়ে তা করতে হলে বিপ্লব চাই। কমবেশি সব দেশেতেই এর প্রভাব পড়েছে আর এখন আধা দুনিয়া এই সব ধারণা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে এর লোকজয়ী প্রভাব

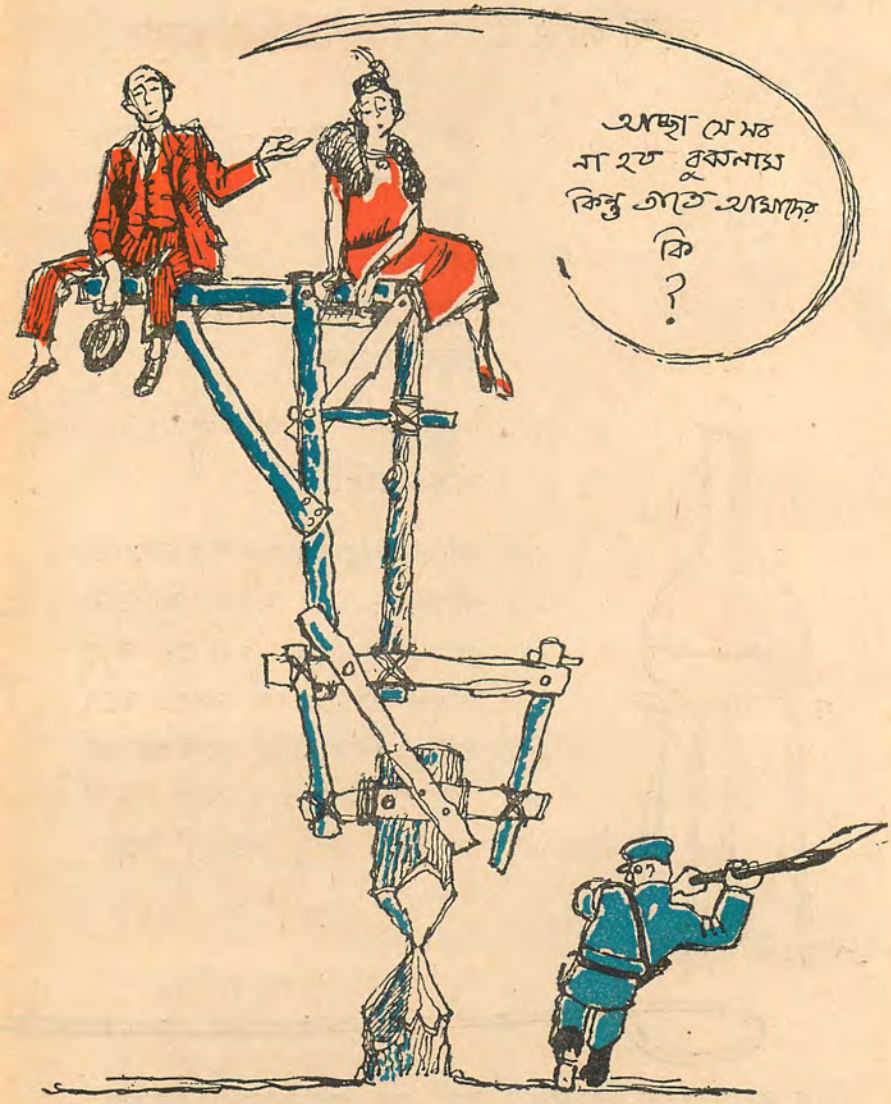
আচ্ছা সে সব
না হয় বুঝলাম
কিন্তু তাতে আমাদের
কি
?

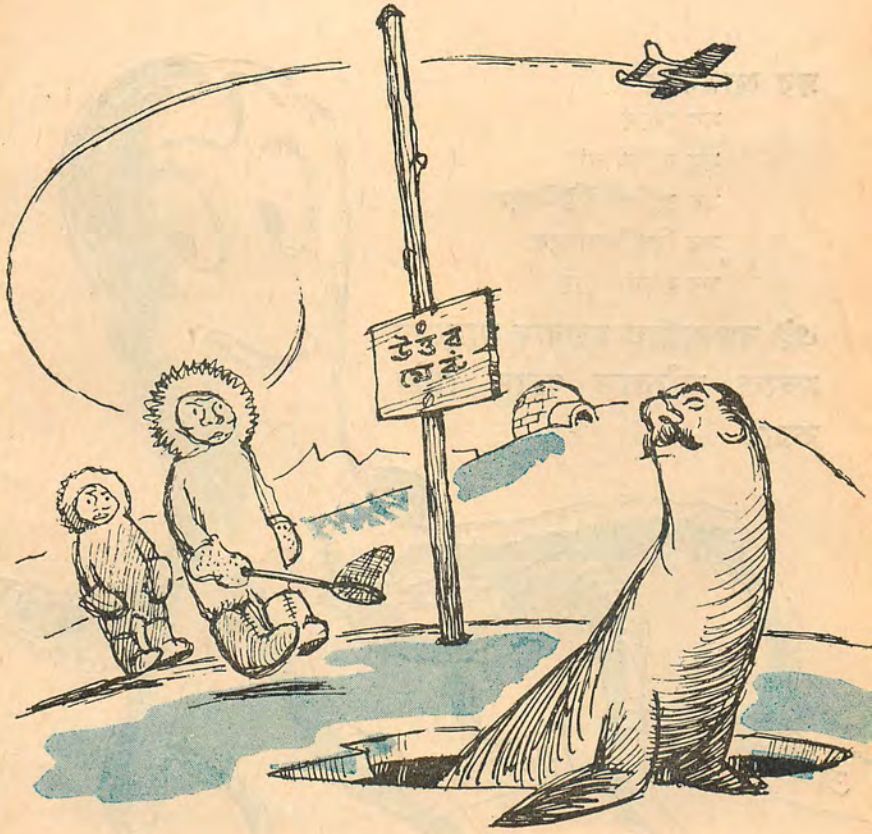

দুনিয়ার কেউই এই মতবাদের সংঘাত
এড়াতে পারেন না, তা তিনি দুনিয়ার
যত দূর প্রান্তেই বাস করুন না কেন।

সব জায়গায়

সব দেশে
সব কারখানায়
সব শ্রমিক ইউনিয়নে
সব বিশ্ববিদ্যালয়ে
সব সংবাদপত্রে

এই বস্তুতান্ত্রিক মতবাদ মানুষের মনকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছে

যাকগে, আমাদের এখানে এসব
কিছুতেই ঘটতে পারে না।

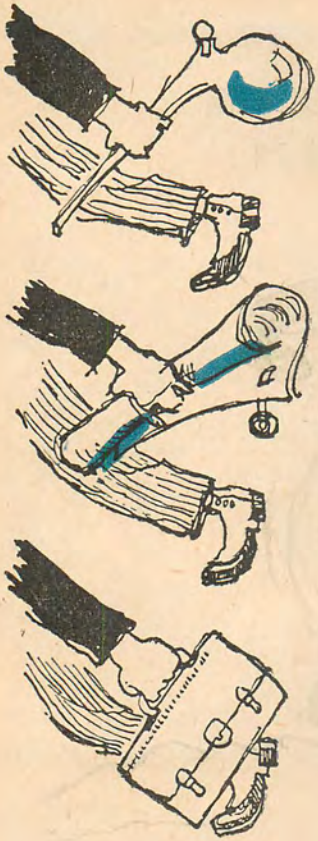

কেন সেরা সেরা বৈজ্ঞানিকেরা
অন্য দেশে
পালাচ্ছেন

?

কেন বিশ্বস্ত লোকেরা বিদেশী
শক্তির কাছে স্বদেশের
মূল্যবান গুপ্ত তথ্য ফাঁস
করছেন

?

কেন উচ্চশিক্ষিত ও সামাজিক
প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সরকারী
চাকুরেরাও বিদেশে
সরে পড়ছেন ?

কারণ একটা মতবাদ এঁদের মনকে
বশীভূত করেছে

কেমন করে একটা মতবাদ মানুষকে ও জাতিকে জয় করে

ভিসিন্‌স্‌কি বলেছেন ঃ

"আমরা দুনিয়া জয় করব, আণবিক
বোমা দিয়ে নয়, আমাদের ভাব দিয়ে,
বুদ্ধি দিয়ে, আর আমাদের অনুশাসন দিয়ে।"

এই মতবাদের যুগে

ভবিষ্যৎ তাঁদেরই হাতে, যাঁরা জানেন কি করে
মানুষের আনুগত্য পেতে হলে মতবাদকে
কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

কিন্তু কজন কমিউনিস্টই
বা রাষ্ট্রসভার সভ্য
?

"আমি লোকসভার নির্বাচনে হেরেছি সত্য কিন্তু কমিউনিষ্টরা ৪৫ কোটি লোককে চীন দেশে জয় করেছে।"

বৃটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনপ্রার্থী একজন কমিউনিষ্টের উক্তি

"প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেণ্টের মঞ্চে বড় বড় সমস্যা-গুলির সমাধান হবে না, তার সমাধান হবে রাস্তায়, কারখানায়, শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।"

বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদকের উক্তি

আমরা কোটি কোটি টাকা অস্ত্রশস্ত্রের পেছনে ঢালছি। আমাদের মনে হয়, সেটাই নিরাপদ হবার একমাত্র উপায়

আজকে কিন্তু হাতে একটা বন্দুক
থাকলেই শুধু হ'ল না—

আমাদের মাথায় চাই একটা আদর্শ
আর হৃদয়ে চাই সাবধানের বাণী।

এটা ভুললে চলবে না যে সম্প্রতি জাতির
পর জাতি গ্রাস হয়েছে কিন্তু তা হয়েছে
কোন বন্দুক না ছুড়েই।

আধুনিক যুদ্ধের মানেই হচ্ছে
একটা জাতির
সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত
হবার আগেই
মতবাদের যুদ্ধে
পরাজিত হওয়া।

আপনি একটি **মতের** বিরুদ্ধাচরণ করে,
তাকে উপেক্ষা করে
কিম্বা তার উপর গুলি চালিয়ে
সেই **মতকে**
পরাজিত করতে পারেন না।

মতবাদকে একমাত্র মহত্তর মতবাদ দিয়েই
জয় করা যায়।

কি সেই মহত্তর মতবাদ

? ? ? ? ? ? ?

(এক কাপ চা নিয়ে একটু সুস্থির হয়ে বসুন। কাগজ পেন্সিল নিন—লিখুন দেখি সেই মহত্তর মতবাদ কি ?)

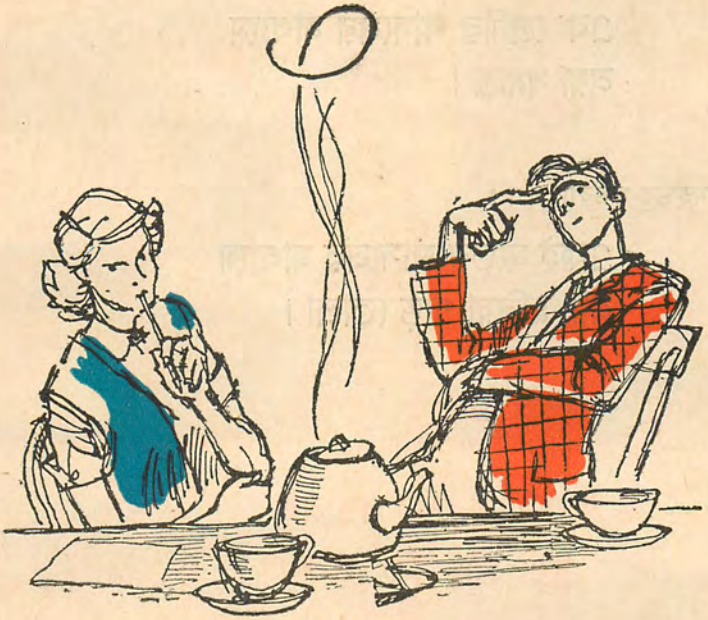

নাৎসী মতবাদ ছিল ঃ

এক জাতির শাসনের মাধ্যমে
দুনিয়ায় নয়া বিধান।

কমিউনিষ্ট মতবাদ হচ্ছে ঃ

এক শ্রেণীর শাসনের মাধ্যমে
নয়া সমাজ।

মহত্তর মতবাদ হল ঃ

একই মতের শাসনের মাধ্যমে
নয়া দুনিয়া গড়ে তোলা।

"কে ঠিক সেটা প্রশ্ন নয়,
প্রশ্ন হচ্ছে কি ঠিক।"

কি ঠিক ?
কেমন করে আমি জানব কি ঠিক ?

যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শাস্ত্রে নিখুঁত মান মানতে হয়,
তেমনি মানব সমাজ গঠনেও
নিখুঁত মান মেনে চলতে হয়।

নিখুঁত মাপজোখ না মেনে বাড়ি তৈরি করলে
তার কি দশা হয় দেখেছেন ?

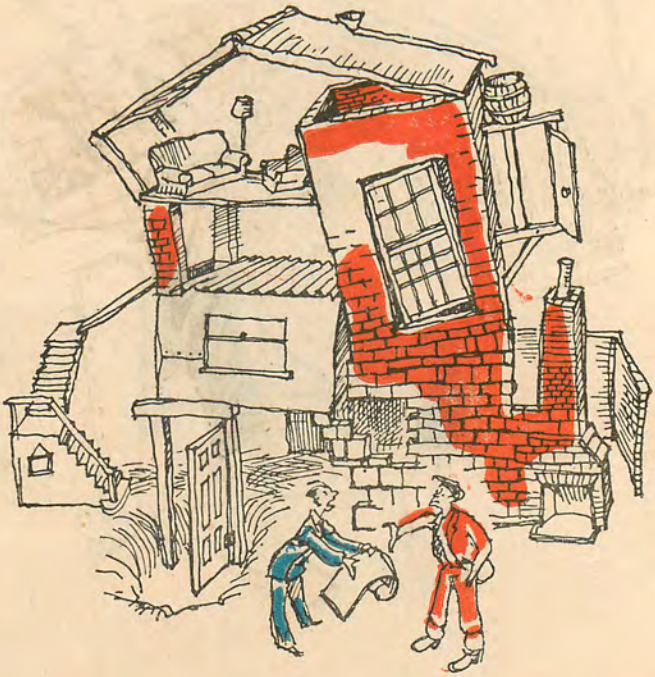

আমরা আমাদের জীবনযাত্রায়
নিখুঁত মান মেনে চলি না
বলেই আজ আমাদের সমাজ
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে

মানগুলি এই ...

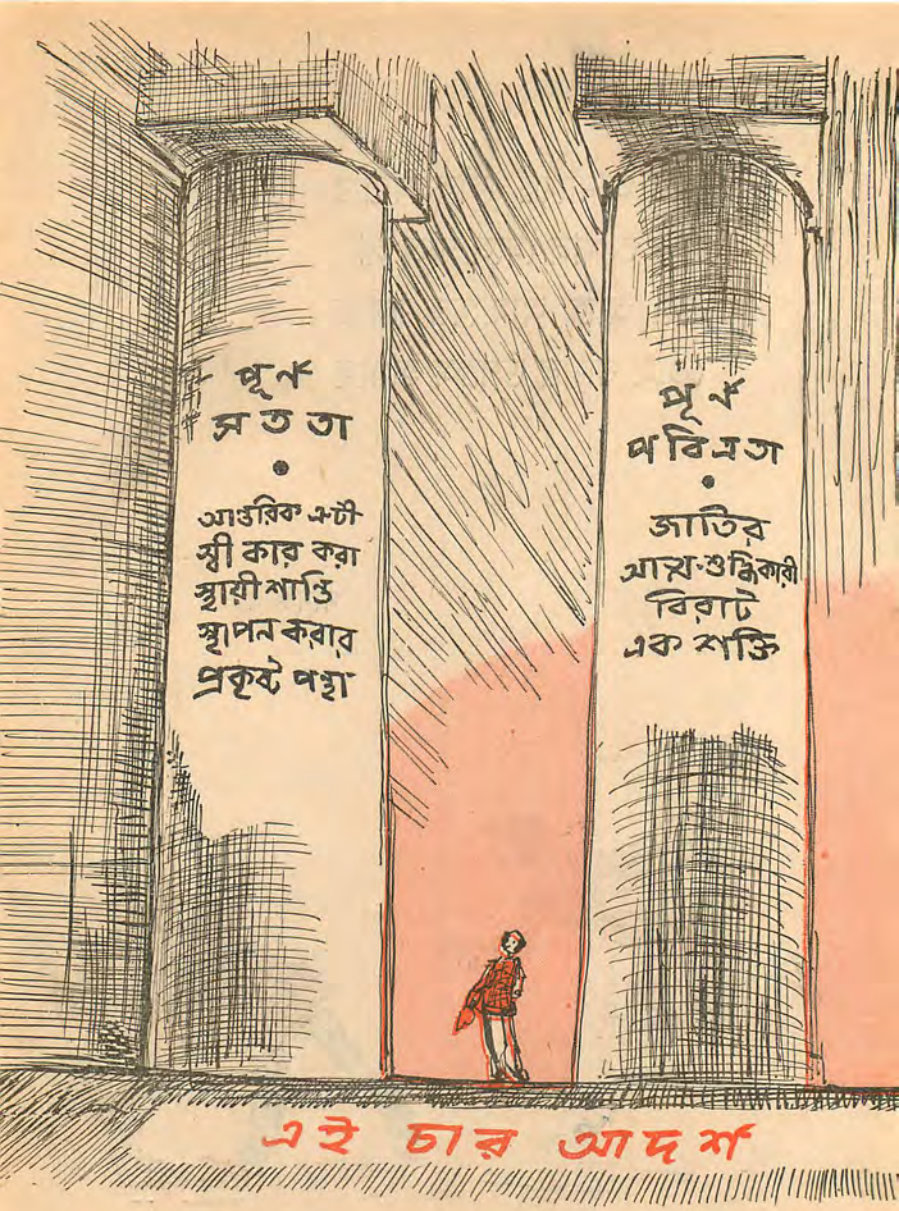
পূর্ণ
সততা
•
আন্তরিক একটী
স্বীকার করা
স্থায়ী শান্তি
স্থাপন করার
প্রকৃষ্ট পন্থা
পূর্ণ
পবিত্রতা
•
জাতির
আত্ম-শুদ্ধিকারী
বিরাট
এক শক্তি
এই চার আদর্শ

পূর্ণ
নিঃস্বার্থপরতা
পৃথিবীতে
অভাব মেটাতে
সনেক আছে
লোভ মেটাতে
নয়
পূর্ণ
প্রেম
সবাই যদি
সবার জন্যে
ভাবে, সবার
সাথে ভাগ
করে নেয়,
তাহলে সবাই
যথেষ্ট পাবে
নব যুগের চার স্তম্ভ

প্রঃ। কিন্তু, মান ***নিখুঁত*** হতে হবে কেন ?

উঃ। কারণ এমন একটা আদর্শ চাই
যা প্রত্যেকের কাছেই স্বতঃসিদ্ধ

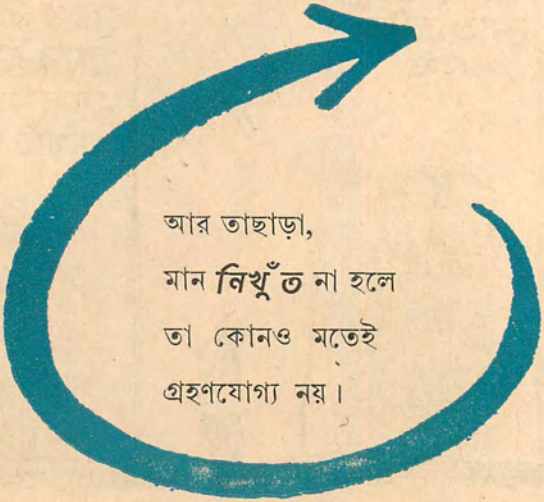

কে চায় এমন প্যারাসুট যা এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দেবার সময় সেটা আধা-আধি খোলে ?

কে চায় এমন নৌকো যা দরকারের সময় ভেসে না থাকতেও পারে ?

কে চায় এমন ডিম যা ঠিক টাটকা নয় ?

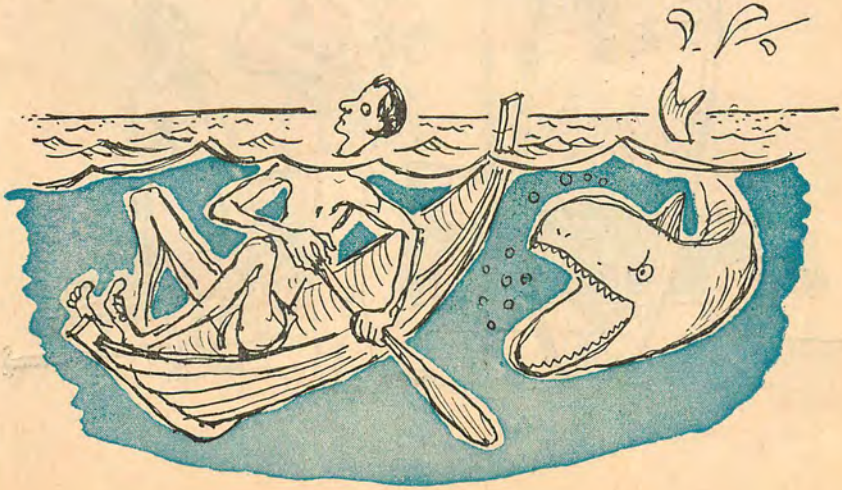

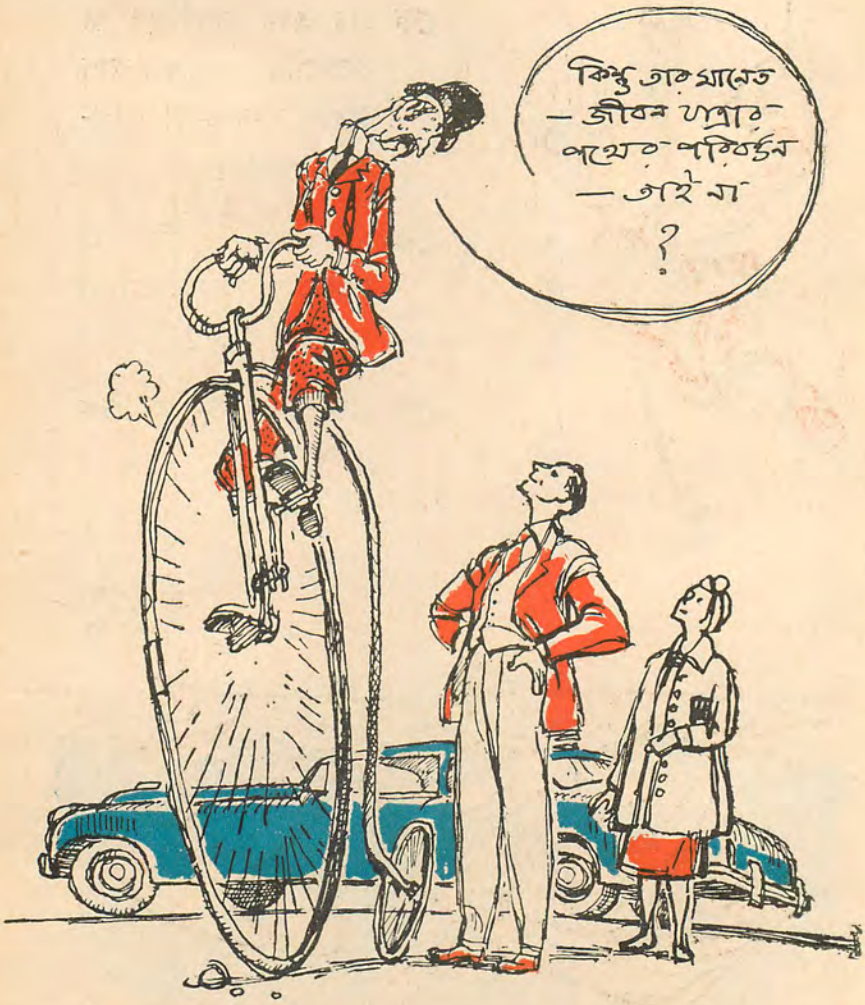

কিন্তু তার মানেত
— জীবন যাত্রার
পথের পরিবর্তন
— তাই না
?

হ্যাঁ,

এর মানে ***পরিবর্ত্তন*** ত বটেই। কিন্তু বর্ত্তমান জগতের ***পরিবর্ত্তনই*** হল মূল ***চাবিকাঠি।*** জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, আর এর সঙ্গে তাল রেখে চলতে গেলে আপনাকেও করতে হবে…

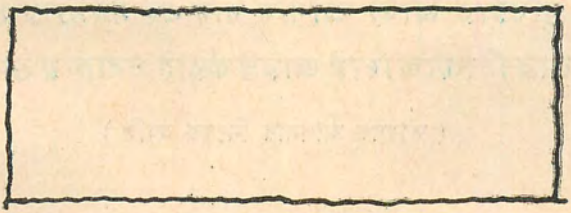

(এখানে পাঁচটি অক্ষরে এমন একটা কথা লিখুন যার মানে এই হবে যে জগতের বদল হওয়ার সাথে সাথে নিজেকে খাপ খাওয়ান)

প্রত্যেক মানুষ চায় অপরের
পরিবর্ত্তন

প্রত্যেক জাতিও কামনা
করে অন্য জাতির পরিবর্ত্তন

কিন্তু প্রত্যেকেই বসে আছে
অপরের পরিবর্ত্তনের
আশায়।

সারা দুনিয়ার জন্যে আপনি যদি এই সমস্যার সমাধান চান, তবে নিজেকে দিয়ে আরম্ভ করাই সবচেয়ে ভাল পন্থা।

(তারপর আপনার নিজের জাতি)

আমি কি করে বদলাতে পারি ?

"হৃদয়ের পরিবর্ত্তনই গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি।"

মহাত্মা গান্ধী

মানুষ যদি ভগবৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত না হয় তাহলে তাকে অত্যাচারী শাসকের হাতে পড়িতেই হইবে।

বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের ফলে মানুষ বেতার-যোগে তার কথা মুহূর্ত্তেই কোটী কোটী মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে। আত্মার অলৌকিক শক্তিতে ভগবানও শোনাতে পারেন তাঁর কথা প্রত্যেক মানুষকে। তাঁর বাণী শোনা যেতে পারে প্রতি গৃহে, প্রতি প্রতিষ্ঠানে, প্রতি রাষ্ট্রে।

যখন মানুষ শোনে তখন ভগবান বলেন।
যখন মানুষ তাঁকে মানে তখন ভগবান কাজ করেন।

আপনি যে-ই হউন বা যেখানেই থাকুন না কেন কিছুই আসে যায় না। সম্পূর্ণ ও সঠিক নির্দেশ ভগবানের মন থেকে সেই সব মানুষের মনে পৌঁছুতে পারে যাঁরা তাঁর কাছ থেকে আদেশ পেতে ইচ্ছুক।

এই ভাবে মানুষের স্বভাবকে বদলে
মানুষ এবং জাতিকে নূতন করে গড়ে তুলে
যে বিপ্লব আসবে সেই বিপ্লবই
আনবে সমস্ত বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটাবে।

ফ্রাঙ্ক বুকম্যান

ভগবান আমাদের

দু'টি কান

কিন্তু

একটি মুখ

দিয়েছেন।

আমরা যতখানি সময় কথা বলি, তার
দ্বিগুণ সময় তাঁর বাণী শুনি না কেন?

এই কথাটা ভেবে দেখার মতন—

আমি কোন দলে—
জগতের দুর্নীতিপরায়ণ রোগগ্রস্তদের দলে,
না যারা জগতকে রোগমুক্ত করছে
তাদের দলে ?

মনে রাখবেন—
পচা আনাজ দিয়ে ভাল
তরকারী রাঁধা যায় না।

একটা কাগজ পেন্সিল নিন—আপনার চিন্তাগুলোকে লিখে ফেলুন। সেগুলোকে খুবই সাধারণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু নিজের সঙ্গে কোন রকম লুকোচুরি করবেন না। আপনার হয়ত এমন সব ব্যাপার রয়েছে যা শুধরে নিতে হবে—তাছাড়া আর কি করেই বা নতুন জগৎ গড়ে তুলবেন?

পূর্ণ

সততা - টাকা কড়ির ব্যাপারে কাউকে কখনও ফাঁকি দিয়েছি কি? ট্যাক্স? কিছুই গোপন না করে বাড়িতে কি বলেছি?- সব কথা? কিছুই গোপন না করে

নিঃস্বার্থপরতা - অন্যের কথা কি আগে চিন্তা করি? সব সময়ে? প্রেম - কাউকে কি ক্ষমা করি? অপছন্দ করি? বা অপরের প্রতি উদাসীন?

পবিত্রতা - আমি কি কখনও এমন কোন খারাপ কাজ করেছি বা খারাপ ভাবে চিন্তা করেছি কি যা আমি অন্যের কাছ থেকে ঢাকতে চাই?

(আমি এই রকম বলেই কি জগতের এই অবস্থা - কেন?)

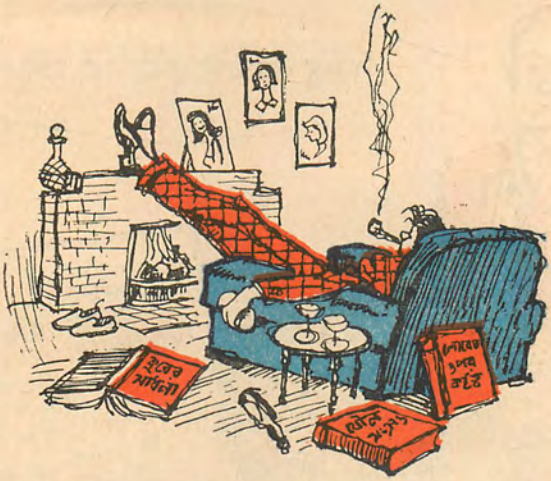

পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন
আপনি মনে করেন না কি ?

মনে করেন ভবিষ্যতে সামনে যা আসছে
সবই আপনি সহ্য করতে পারবেন ?

আহা ! এই রকমই ভেবেছিল···

···ডাইনোসোর

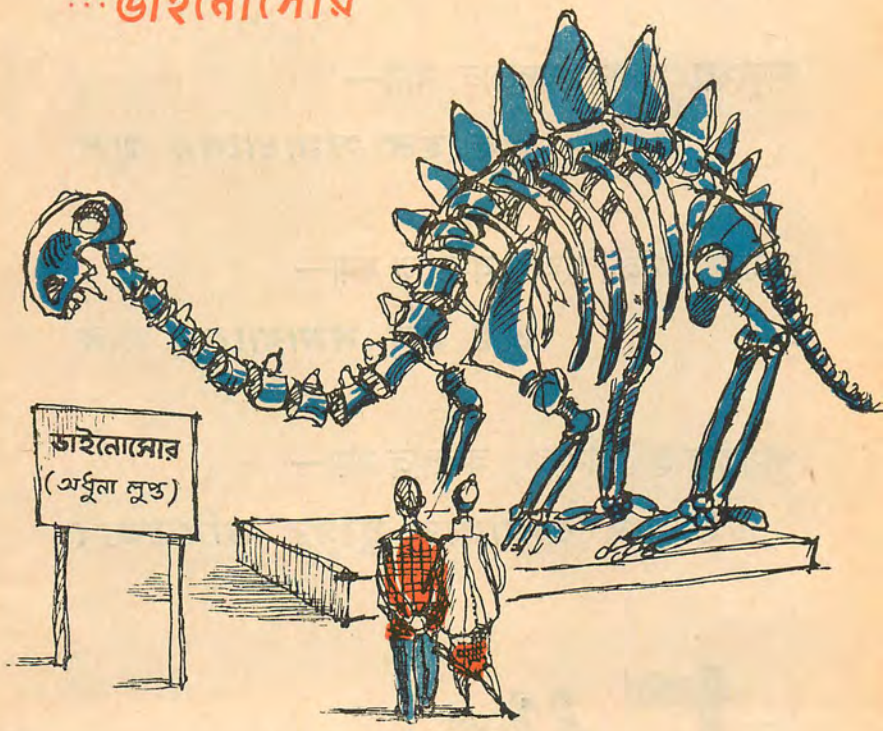

রাজত্ব তো করতেন ইনি অতি প্রাচীনকালে,
একটি কথা ভুলেছিলেন হায়
বাঁচতে গেলে বদলাতে হয় যুগের তালে তালে—
ফলে দেখ আজ তিনি কোথায়।

সত্য হচ্ছে এই—

মানুষের স্বভাব বদলান যায়—

এই হল সমাধানের মূল

জাতীয় অর্থনীতিকেও বদলান যায়—

এই হল সমাধানের ফল

পৃথিবীর ইতিহাসকেও বদলান যায়—

এই ফল আমাদের যুগের ভবিতব্য।

নতুন মানুষ

নতুন জাতি

এক নতুন পৃথিবী

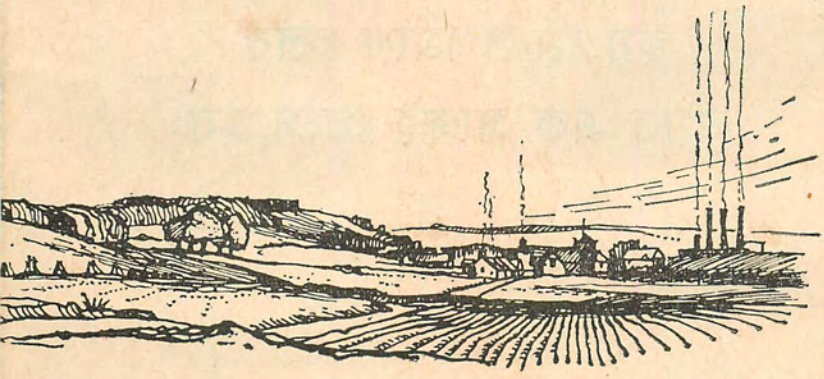

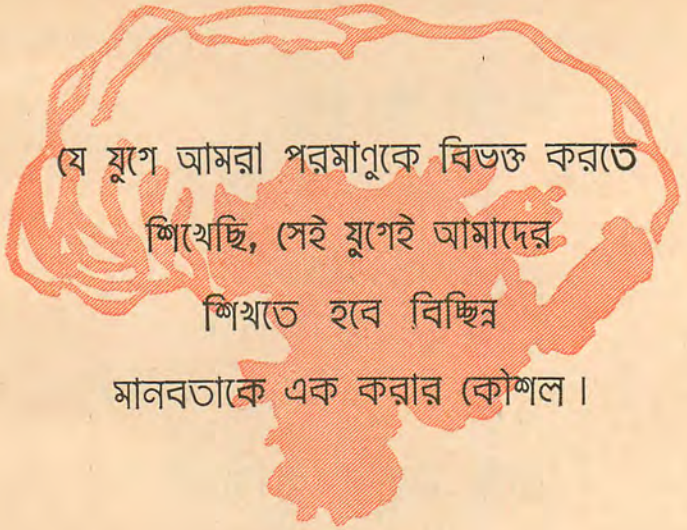

যে যুগে আমরা পরমাণুকে বিভক্ত করতে
শিখেছি, সেই যুগেই আমাদের
শিখতে হবে বিচ্ছিন্ন
মানবতাকে এক করার কৌশল।

অবস্থাটা এই যে—
হয় মিলে মিশে চলব
নয়ত এক সঙ্গেই ধ্বংস হব

যে-কোন আলোচনায়

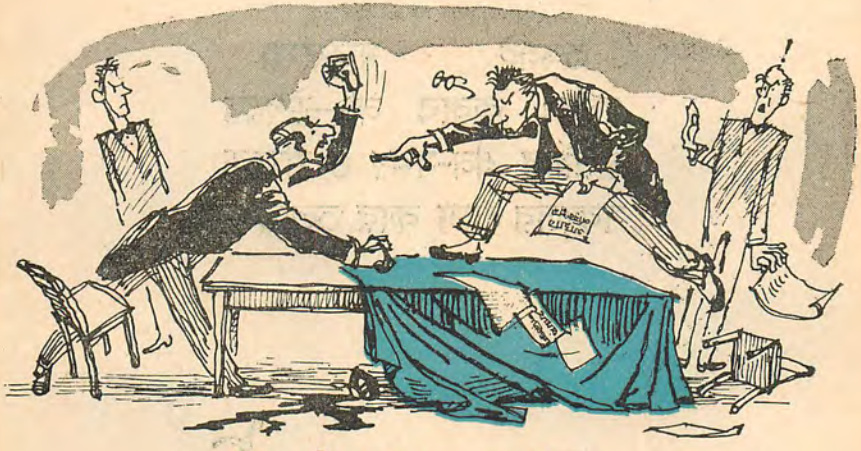

প্রশ্ন এটা নয় যে কে ঠিক

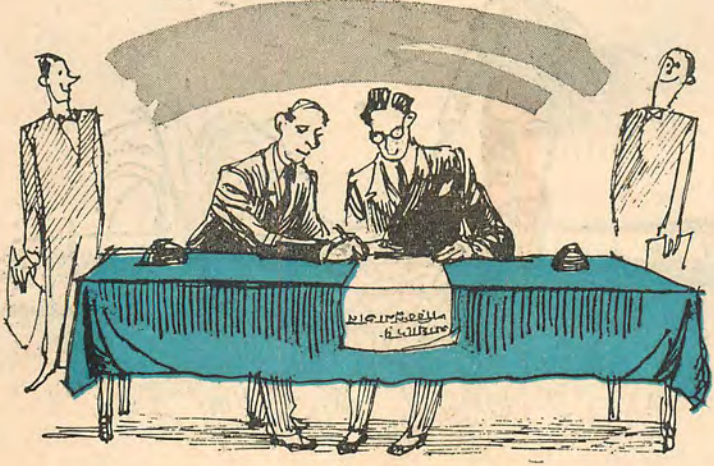

প্রশ্ন হচ্ছে — কি ঠিক।

তখনই শিল্প মানুষদের
শোষণ করবে না—উপরন্তু
দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও শ্রমকে
সকলের লভ্য করে তুলবে…

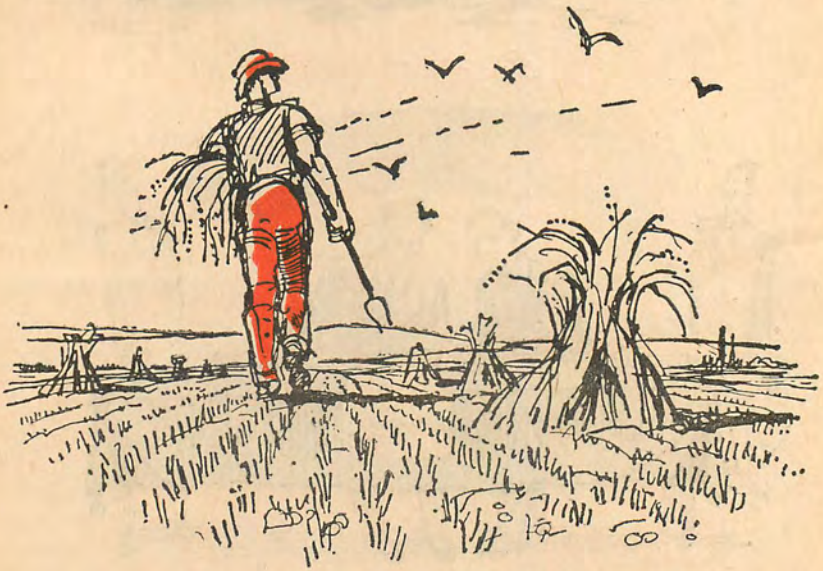

আর **শ্রমিকেরা** জগৎকে তখন
এক করবে।

এই
প্রাণবন্ত
মতবাদ
প্রত্যেকের
জন্য ও
প্রত্যেক
দেশের জন্য।

সাধারণ মানুষের

জগৎকে নতুন করে গড়ে তুলবার

এই মতবাদই হল অপূর্ব সুযোগ।

এই মতবাদ দিয়ে—

শ্রমশিল্প	সকলের প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট উৎপাদন করবে।
গৃহ-সংসার	আমাদের বংশধরদের বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাবে।
সৈন্যবাহিনী	জাতিকে নৈতিক শিক্ষার নতুন আদর্শ শেখাবে।
মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাজনীতিবিদগণ	পুরোপুরি সফল হবেন—কারণ শত্রুকে বন্ধু করবার ক্ষমতা তাঁদের হবে।
জাতি	জড়তা, মোহ, বিষাদ, আর ভেদবুদ্ধি ছেড়ে জেগে উঠবে।

নব-জাগরণ অবশ্যম্ভাবী

এই আমাদের ভবিষ্যৎ — আর এটা কার্যকরীও হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

এইটেই আমরা বের করলাম, আর মস্ত বড় কথা হচ্ছে যে শ'খানেকেরও বেশী দেশে কাজে লাগিয়ে দেখা হয়েছে আর প্রমাণ হয়েছে যে এই মতবাদ কার্য্যকরী করা যায়।

এর ফল স্তম্ভিত করার মতন। আপনিও একই ফল পাবেন যদি এই আদর্শ আপনার ঘরে ও কর্ম্মস্থলে প্রয়োগ করেন.

আপনি আর কিছু জানতে চাইলে আমাদের এক লাইন লিখে জানান, এই বিষয়ে

ইতি
আপনাদের
রাম ও শ্যাম

পুনশ্চ: আপনার বইয়ের দোকানে মিটার হাওয়ার্ডের লেখা -দি ওয়ার্ল্ড রিবিল্ট্ - বই খানি পাবেন - তাতে বহু তথ্য আছে - সেই বইটী পড়তে অনুরোধ করি.

কেয়ার অফ—মরাল রি-আরমামেণ্ট
নৈতিক পুনরস্ত্রসজ্জা

ভারতবর্ষ : M.R.A., P.O. Box-9 Calcutta-1, India
সিংহল : 10, Alvis Place, Colombo-3, Ceylon
সিঙ্গাপুর : 5, Balmoral Crescent, Singapore-10
দক্ষিণ আফ্রিকা : P, O. Box 10144, Johannesburg, South Africa
সুইজারল্যাণ্ড : Mountain House, Caux-Sur-Montreux, Switzerland

যে জগতে আমরা বাস করি

তার সরল পথ-পরিচয়—

জগৎটা চলে কিসে ?

এখানে এখন কর্ত্তব্য কি ?